নিরপেক্ষ বচন এবং গুণ ও পরিমাণ অনুসারে নিরপেক্ষ বচনের শ্রেণীবিভাগ :-

নিরপেক্ষ বচনে কারো সম্বন্ধে নিঃশর্তভাবে কোন কিছু বলা হয়। এই ক্ষেত্রে 'যার' সম্বন্ধে বলা হয় এবং 'যা' বলা হয়, দুটিই হল বিষয়। অর্থাৎ নিরপেক্ষ বচনে দুটি মাত্র বিষয় থাকে। এই বিষয় দুটির প্রত্যেকটিই শব্দ(ছাত্র) হতে পারে, আবার শব্দ-সমষ্টি (মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র) হতে পারে। এই শব্দ বা শব্দ-সমষ্টিকে পদ বলে। অর্থাৎ নিরপেক্ষ বচনের বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এমন শব্দ বা শব্দ-সমষ্টিকে পদ বলে। নিরপেক্ষ বচনের এই পদ দুটির একটির সঙ্গে অন্যটির সম্বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এই সম্বন্ধ স্বীকৃতির হতে পারে। যেমন ফুল হয় লাল। এখানে ফুলকে লাল বলে স্বীকার করা হচ্ছে। আবার অস্বীকৃতিরও হতে পারে। যেমন ফুল নয় লাল। এখানে ফুলকে লাল বলে স্বীকার করা হচ্ছে না। এইভাবে স্বীকৃতির সম্বন্ধকে স্বরূপ সম্বন্ধ ও অস্বীকৃতির সম্বন্ধকে বিরূপ সম্বন্ধ বলে।

তাহলে এক কথায় বলা যায়, যে-বাক্যের মাধ্যমে দুটি পদের মধ্যে স্বরূপ বা বিরূপ সম্বন্ধ ঘোষণা করা হয়, অর্থাৎ একটি পদ সম্বন্ধে অন্য পদটিকে স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়, এবং এই ঘোষণা বা স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি কোন রকম শর্তের ওপর নির্ভর করে না, তাকে নিরপেক্ষ বচন (Categorical proposition)। বলে। 'যেমন সক্রেটিস হন একজন দার্শনিক।'

যে বচনে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদ সম্বন্ধে স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় কোন শর্তের ওপর নির্ভর করে, তাকে বলা হয় সাপেক্ষ বচন (Non-categorical proposition)। যেমন যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে ফসল ভালো হয় বা আমি যাবো অথবা তুমি আসবে। দুটি বচনের স্বীকৃতি শর্তের ওপর নির্ভরশীল।

*** নিরপেক্ষ বচনের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য :-**

১। নিরপেক্ষ বচন হল যুক্তির অংশ বা অঙ্গ।

২। নিরপেক্ষ বচন হল বিবৃতিমূলক বাক্য বা ঘোষক বাক্য। এখানে ক) দুটি পদ বা বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ ঘোষণা করা হয়। (খ) এই সম্বন্ধ স্বরূপ বা স্বীকৃতির সম্বন্ধ হতে পারে, আবার বিরূপ বা অস্বীকৃতিরও হতে পারে। (গ) এই সম্বন্ধ কোনরূপ শর্তের ওপর নির্ভর করে না।

৩। বচনে ঘোষিত বক্তব্যের সঙ্গে বাস্তবের সঙ্গতি-অসঙ্গতি অনুসারে বচন সত্য বা মিথ্যা হতে পারে।

নিরপেক্ষ বচনের অংশ বা উপাদান :-

একটি নিরপেক্ষ বচনে সাধারণত দুটি পদ ও তাদের মধ্যবর্তী একটি সম্বন্ধ থাকে। কজেই একটি নিরপেক্ষ বচনকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি অংশ বা উপাদান পাওয়া যায় -

১। উদ্দেশ্য পদ : কোন বচনে যে পদ সম্বন্ধে কোন কিছু ঘোষণা করা হয়, তাকে উদ্দেশ্য পদ বলে। যেমন ফুল হয় লাল - এই বচনটিতে ফুল সম্বন্ধে কোনকিছু ঘোষণা করা হচ্ছে। তাই 'ফুল' হল উদ্দেশ্য পদ।

২। বিধেয় পদ : কোন বচনে উদ্দেশ্য পদ সম্বন্ধে যা কিছু ঘোষণা করা হয়, তাকে বিধেয় পদ বলে। যেমন ফুল হয় লাল - এই বচনে ফুল অর্থাৎ উদ্দেশ্যকে লাল বলা হয়েছে। তাই এখানে 'লাল' শব্দটি হল বিধেয় পদ।

৩। সংযোজক : কোন বচনে যে চিহ্নের দ্বারা উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যবর্তী স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির সম্বন্ধকে প্রকাশ করা হয়, তাকে সংযোজক বলে। সংযোজক সর্বদাই 'হওয়া' ধাতুর বর্তমান কালের আকারে থাকে। যেমন 'গোলাপ হয় সুগন্ধি' - এই বচনে সংযোজক হিসাবে 'হয়' কথাটি রয়েছে। এটি স্বীকৃতির সম্বন্ধকে প্রকাশ করছে। আবার 'জবা নয় সুগন্ধি' - এই বচনে সংযোজক হিসাবে 'নয়' কথাটি রয়েছে। এটি অস্বীকৃতির সম্বন্ধকে প্রকাশ করছে। তাহলে বলা যায় স্বীকৃতিসূচক সংযোজক হল হয়, হও বা হই। আবার অস্বীকৃতিসূচক সংযোজক হল নয়, নও বা নই।

সংযোজকের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য :

১। সংযোজক উদ্দেশ্য পদ ও বিধেয় পদের মাঝখানে থাকে।

২। সংযোজক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে ‘হয়’ আকারে এবং অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে ‘নয়’ আকারে থাকে।

৩। উদ্দেশ্য ও বিধেয় হল পদ। কিন্তু সংযোজক পদ নয়। এটি দুটি পদের মধ্যবর্তী সম্বন্ধ সূচক চিহ্ন।

৪। যে-সব বাক্যে ক্রিয়াপদ সংযোজকের আকারে, অর্থাৎ ‘হওয়া’ ধাতুর আকারে থাকে না, সেখানে বচন-আকার দেখাবার সময় সংযোজককে পৃথকভাবে নির্দেশ করতে হয়। যেমন বাক্য = সূর্য পূর্বদিকে ওঠে। বচন = সূর্য হয় বস্তু যা পূর্বদিকে ওঠে।

৫। সংযোজক সর্বদাই বর্তমান কালে থাকে। কোন বাক্যে অতীত বা ভবিষ্যতের কোন প্রসঙ্গ থাকলে বচন-আকার দেখাবার সময় এই প্রসঙ্গকে বিধেয় পদের মধ্যে উল্লেখ করতে হয়। যেমন বাক্য : দশরথ অযোধ্যার রাজা ছিলেন। বচন : দশরথ হন ব্যক্তি যিনি অযোধ্যার রাজা ছিলেন।

বাক্য : রাম এই বছর পরীক্ষা দেবে। বচন : রাম হয় ব্যক্তি যে এই বছর পরীক্ষা দেবে।

সংযোজকের কাজ :

১। বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদকে যুক্ত করা।

২। উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যবর্তী স্বীকৃতিমূলক বা অস্বীকৃতিমূলক সম্বন্ধকে প্রকাশ করা।

৩। বাক্য ও বচনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা।

উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের বিশেষত্ব :

একটি বচনের উদ্দেশ্য পদ জাতি বাচক যেমন মানুষ, ফুল ইত্যাদি বোঝাতে পারে, আবার ব্যক্তি বাচক বা একবাচকও হতে পারে। যেমন রাম, সে, ঐ গাছটি ইত্যাদি। বিধেয় পদে ওই জাতি বা ব্যক্তি (এক)-এর গুণ বা লক্ষণকে ঘোষণা করা হয়। গুণ বা লক্ষণ হল বিশেষণ। কিন্তু বিশেষণের পদ হওয়ার যোগ্যতা নাই। তাই কোন বচনে যদি কোন বিশেষণ বিধেয় হিসাবে থাকে, তাহলে তাকে বিশেষ্যের আকারে নিয়ে আসতে হবে। যেমন সৎ (বিশেষণ), সৎব্যক্তি হল বিশেষ্য, ভারী বিশেষণ , ভারী বস্তু হল বিশেষ্য। একইভাবে মরণশীল এর যায়গায় মরণশীল জীব ইত্যাদি ইত্যাদি।

নিরপেক্ষ বচনের পরিমাণ :

একটি বচনের বিধেয় পদে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলা হয়। পদ হিসাবে উদ্দেশ্য পদ কোন বিষয়কে নির্দেশ করে। এই বিষয়টি একটি জাতি বা শ্রেণীর সমগ্র হতে পারে, আবার অংশও হতে পারে। উদ্দেশ্য পদের এই সমগ্র বা অংশকে বচনের পরিমাণ হিসাবে দেখা হয়।

পরিমাণ অনুসারে বচনের শ্রেণীবিভাগ :

পরিমাণ অনুসারে নিরপেক্ষ বচন দুরকমের হতে পারে - সার্বিক এবং বিশেষ।

সার্বিক বচন : যে-নিরপেক্ষ বচন বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের দ্বারা নির্ধারিত জাতি বা শ্রেণীর 'সমগ্র' বা অংশ সম্পর্কে স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে সার্বিক বচন বলে। যেমন :

১। সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব। এটি একটি সার্বিক বচন। কারণ এখানে 'মরণশীল জীব' পদটিকে সমগ্র মানুষ জাতি সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ রাম, রহিম প্রভৃতি প্রত্যেককেই মরণশীল জীব বলা হয়েছে।

২। কোন মানুষ নয় অমর জীব। এটিও একটি সার্বিক বচন। কারণ এখানে 'অমর জীব' পদটিকে সমগ্র মানুষ জাতি সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ রাম, রহিম প্রভৃতি মানুষের কাউকেই অমর বলা হয় নি।

বিশেষ বচন : যে-নিরপেক্ষ বচনে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের দ্বারা নির্ধারিত জাতি বা শ্রেণীর 'একটি অংশ' সম্পর্কে স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়, তাকে বিশেষ বচন বলে। যেমন :

১। কোন কোন মানুষ হয় সৎ ব্যক্তি। এটি একটি বিশেষ বচন। কারণ, এখানে 'সৎ ব্যক্তি' পদটিকে মানুষ জাতির অন্তর্ভূক্ত কয়েকজন সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে।

২। কোন কোন ফুল নয় লাল বস্তু। এটি একটি বিশেষ বচন। কারণ, এখানে 'লাল বস্তু' পদটিকে ফুল জাতির অন্তর্ভূক্ত কয়েকটি সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে।

অনেকক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একবাচক পদ নিরপেক্ষ বচনের উদ্দেশ্য হিসাবে থাকে। এক্ষেত্রে বচনের পরিমাণ কি হবে ? নির্দিষ্ট একবাচক পদ 'একটি' বা 'একজন'-কে নির্দেশ করে। এই একের কোন অংশ থাকতে পারে না। এই এক সামগ্রিকভাবেই 'এক'।

তাই নামপদ (রাম), সর্বনাম (সে), নির্দিষ্ট বিশিষ্ট পদ(ওই গাছটি) প্রভৃতি এক বাচক পদ কোন বচনের উদ্দেশ্য হিসাবে থাকলে বচনটিকে সার্বিক বচন হিসাবে স্বীকার করতে হবে। যেমন :

১। ওই গাছটি হয় বটগাছ।

২। রাম হয় সৎ ব্যক্তি।

৩। সে নয় মেধাবী।

নিরপেক্ষ বচনের গুণ:

একটি নিরপেক্ষ বচনে উদ্দেশ্য ও বিধেয় - এই দুটি পদের মধ্যে সম্বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এই সম্বন্ধ স্বীকৃতিমূলক হতে পারে, আবার অস্বীকৃতিমূলকও হতে পারে।

গুণ অনুসারে বচনের শ্রেণী বিভাগ :

গুণ অনুসারে নিরপেক্ষ বচন দু-প্রকার হতে পারে - হ্যাঁ-বাচক এবং না-বাচক।

হ্যাঁ-বাচক বচন : উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে স্বরূপ বা স্বীকৃতির সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়, তাকে হ্যাঁ-বাচক বচন বলে। 'হয়', 'হও' এবং 'হই' এই তিনটি হল স্বীকৃতির চিহ্ন। সংযোজক হিসাবে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মাঝখানে এদের কোন একটি থাকলেই নিরপেক্ষ বচনটি হ্যাঁ-বাচক বচন হবে। যেমন :

১। সকল মানুষ হয় মরণশী জীব। এটি একটি হ্যাঁ-বাচক বচন। কারণ এখানে ‘হয়’ সংযোজকটির দ্বারা ‘মরণশীল জীব’ পদটিকে মানুষ জাতি সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে।

২। কোন কোন মানুষ হয় সৎ ব্যক্তি। এটি একটি হ্যাঁ-বাচক বচন। কারণ এখানে ‘হয়’ সংযোজকটির দ্বারা ‘সৎ ব্যক্তি’ পদটিকে কয়েকজন মানুষ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে।

না-বাচক বচন : যে-নিরপেক্ষ বচনে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে বিরূপ বা অস্বীকৃতির সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়, তাকে না-বাচক বচন বলে। ‘নয়’, ‘নও’ এবং ‘নই’ - এই তিনটি হল অস্বীকৃতির চিহ্ন। সংযোজক হিসাবে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মাঝখানে এদের কোন একটি থাকলেই নিরপেক্ষ বচনটি না-বাচক বচন হবে। যেমন

১। কোন মানুষ নয় অমর ব্যক্তি। এটি একটি না-বাচক বচন। কারণ, এখানে ‘নয়’ সংযোজকটি দ্বারা ‘অমর ব্যক্তি’ পদটিকে মানুষ জাতি সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে।

২। কোন কোন মানুষ নয় পরিশ্রমী ব্যক্তি - এটি একটি না-বাচক বচন। কারণ, এখানে ‘নয়’ সংযোজকটির দ্বারা পরিশ্রমী ব্যক্তি পদটিকে কয়েকজন মানুষ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে।

নিরপেক্ষ বচনের গুণ ও পরিমাণ নির্ণয়ের পদ্ধতি :

বচনের পরিমাণ সূচক চিহ্ন হিসাবে উদ্দেশ্য পদের সঙ্গে 'সকল', 'কোন কোন' প্রভৃতি শব্দগুলি থাকে। এদের মানক বলে। এই মানক দেখেই বচনের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। যেমন (১) সকল মানক থাকলে সার্বিক বচনকে নির্দেশ করে।

(২) তেমনি কোন কোন মানক বিশেষ বচনকে নির্দেশ করে।

(৩) একবাচক বচনে কোন মানক থাকে না - তাই এই ধরণের বচন সার্বিক বচন বলে গণ্য হয়।

শ্রেণী :

শ্রেণী : যুক্তিবিজ্ঞানে শ্রেণী বলতে এমন কোন বিশেষ গুণ সাধারণভাবে বর্তমান এমন কোন বস্তু বা ব্যক্তিসমষ্টিকে শ্রেণী বলা হয়। যেমন 'বিচারবুদ্ধিত্ব' - এই বিশেষ গুণটি মানুষ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় মানুষ একটি শ্রেণী। ঠিক একইভাবে হাতি, ঘোড়া, উট, সিংহ, দার্শনিক, বিজ্ঞানী প্রভৃতি এক একটি শ্রেণী। যুক্তিবিজ্ঞানে নিরপেক্ষ বচনে উদ্দেশ্য ও বিধেয় বলতে উদ্দেশ্য শ্রেণী ও বিধেয় শ্রেণীকে বোঝায়।

পরিপূরক শ্রেণী : কোন শ্রেণীর পরোপূরক শ্রেণী হল সেই ব্যক্তি বা বস্তুসমষ্টি যা মূল শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। কোন একটি শ্রেণীর অন্তর্গত যে সদস্য থাকে, সেই সকল সদস্য ভিন্ন আর প্রত্যেকটি সদস্য একত্রে ওই শ্রেণীর পরিপূরক শ্রেণী (Complementary Class)। যেমন 'মানুষ' একটি শ্রেণী। এর পরিপূরক শ্রেণী হল 'মানুষ নয়' এমন সকল শ্রেণীর সমষ্টি। তাহলে দেখা গেল কোন একটি শ্রেণীর পরিপূরক বা বিরুদ্ধ শ্রেণী হল অনেকগুলি শ্রেণীর সমষ্টি।

একটি শ্রেণীর যেমন একটি পরিপূরক শ্রেণী থাকে, তেমনি একটি পদেরও একটি পরিপূরক পদ থাকে। একটি পদের পরিপূরক পদ হল সেই পদের সমস্ত বিপরীত পদের সমষ্টি। যেমন ‘সাদা’ একটি পদ। এর বিপরীত পদ হল কালো, লাল, সবুজ ইত্যাদি সকল রঙ বাচক পদ অর্থাৎ সাদা ভিন্ন সকল পদ। এই সাদা ভিন্ন সকল পদ একত্রে সাদা পদের বিরুদ্ধ পদ বা পরিপূরক পদ যা প্রকাশ করা হয় অ-সাদা নাম দিয়ে। ‘সাদা’র বিপরীত পদ ‘কালো’ কিন্তু বিরুদ্ধ বা পরিপূরকপদ হল ‘অ-সাদা’।

শূন্যগর্ভ শ্রেণী : শূন্যগর্ভ শ্রেণী বলতে এমন একটি শ্রেণীকে বোঝায় যার মধ্যে কোন ব্যক্তি বা বস্তু সদস্য হিসাবে উপস্থিত নাই। এটি একটি সদস্যহীন শ্রেণী। যেমন মৎস্যকন্যার শ্রেণী, সোনার পাহাড়ের শ্রেণী, বৃত্তাকার চতুর্ভূজের শ্রেণী ইত্যাদি। উক্ত বাক্যাংশের প্রত্যেকটি এমন একটি শ্রেণীকে নির্দেশ করছে যা সদস্যহীন। আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানে এই ধরনের শ্রেণীকে বোঝানোর জন্য '0' প্রতীক চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ধরাযাক্ S একটি শূন্যগর্ভ শ্রেণী বা সদস্যহীন শ্রেণী। এই শ্রেণীকে বোঝানোর জন্য ' 0' প্রতীক চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়। S যদি একটি শূন্যগর্ভ শ্রেণী হয় তবে S ও 0-এর মাঝখানে একটি সমীকরণ চিহ্ন (=) ব্যবহার করে সেই কথা ব্যক্ত করতে হয়। আবার যদি S শ্রেণী সদস্যহীন না হয়, অর্থাৎ S শ্রেণীর একজন হলেও সদস্য থাকে, তখন S ও শূন্যের মাঝখানে ($\neq$) অসমতার চিহ্ন ব্যবহার করে উভয়কে যুক্ত করতে হয়। তাহলে S শূন্যগর্ভ শ্রেণীর সাংকেতিকরণ হল $S = 0$ এবং জ শূন্যগর্ভ শ্রেণী নয়, এর সাংকেতিকরণ হল $S \neq 0$।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ